বিনাধান-১৯

বিনাধান-১৯ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশের খরাপ্রবন ও পাহাড়ী এলাকায় আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টিনির্ভর ও সরাসরি বপন (ডিবলিং) পদ্ধতিতে বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য ছাড় করা হয়। এটি ২০১৩ সালে জাপান এটমিক এনার্জি এজেন্সী থেকে NERICA-10 ধানের বীজকে ৪০ গ্রে মাত্রার কার্বন আয়ণ রশ্মি প্রয়োগ করে উদ্ভাবন করা হয় । M1 জেনারেশনে একটি গাছ পাওয়া যায় যা মাতৃগাছ থেকে খাট, খাড়া গাছ বিশিষ্ট এবং লম্বা, সরু ও সোনালী রংএর চালবিশিষ্ট ছিল। পরবর্তি জেনারেশনসমূহে উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এ মিউট্যান্টটিকে N10-40(C)-1-5নামে নামকরণ করা হয় এবং প্রতি বছর আউশ ও আমন মৌসুমে এর জীবনকাল, ফলন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয় । ফলে মাত্র ৩বছর ৩মাস সময়ের মধ্যে ছাড়করণ সম্ভব হয়। বিনাধান-১৯ এ আধুনিক উফশী আউশ ও আমন জাতের প্রায় সকল বৈশিষ্টই বিদ্যমান। এটি চাষাবাদে বীজতলা ও জমি কাদাকরণের প্রয়োজন পড়ে না। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮০-৯০ সে.মি.। গাছ খাট ও খাড়া বিধায় হেলে পড়ে না। প্রচন্ড খরার সময় এর বাড়বাড়তি প্রায় বন্ধ থাকে। আবার যখন বৃষ্টিপাত শুরু হয় তখন এটি অতি দ্রুত বাড়বাড়তি সম্পন্ন করে প্রায় স্বাভাবিক ফলন দিতে সক্ষম হয়। জীনবকাল ৯০-১০৫ দিন। ১০০০ ধানের ওজন ২৩ গ্রাম। চাল সাদা রঙের, লম্বা ও চিকন। চালে আমিষের পরিমান শতকরা ৭.৩২ ভাগ ও অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৩.৮ ভাগ। রান্নার পরে ভাত ঝড়ঝড়া হয় ও খেতে সুস্বাদু। গড় ফলন আউশ মৌসুমে ৩.৮৪ ট/হেঃ ও সর্বোচ্চ ফলন ৫.০ টন/হে.যা মাতৃজাত NERICA-10হতে প্রায় প্রতি হেক্টরে প্রায় ২.০ টন ও ব্রিধান-৪৩ অপেক্ষা ১.০ টন বেশি। আমন মৌসুমে গড় ফলন ৫.১৬ ট/হেঃ ও সর্বোচ্চ ফলন ৫.৯ টন/হে.।